বাক্যের প্রকারভেদ

তর্কসংগ্রহ ঃ বাক্যং দ্বিবিধং - বৈদিকং লৌকিকং চ। বৈদিকম্ ঈশ্বরোক্তত্বাৎ সর্বমেব প্রমাণম্। লৌকিকং তু আপ্তোক্তং প্রমাণম্। অন্যৎ অপ্রমাণম্। বাক্যার্থজ্ঞানং শাব্দজ্ঞানম্। তৎকরণং শব্দঃ । ইতি শব্দ-প্রমাণম্।

তর্কদীপিকা ঃ বাক্যং বিভজতে - বাক্যং ইতি। বৈদিকে বিশেষমাহ - 'বৈদিকম্ ঈশ্বরোক্তত্বাৎ' ইতি। ননু বেদস্য অনাদিত্বাৎ কথম্ ঈশ্বরোক্তং ইতি চেৎ ন। 'বেদঃ পৌরুষেয়ঃ বাক্যসমূহত্বাৎ ভারতাদিবৎ' ইতি অনুমানেন পৌরুষেয়ত্ব-সিদ্ধেঃ। ন চ স্মর্য্যমাণকর্তৃত্বম্ উপাধিঃ। গৌতমাদিভিঃ শিষ্য-পরম্পরা বেদেঽপি সকর্ত্তৃকত্ব স্মরণেন সাধন ব্যাপকত্বাৎ। 'তস্মাৎ তপস্তেপানাৎ ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত' ইতি শ্রুতেঃ।

ননু বর্ণা নিত্যাঃ ‘স এবায়ং গকারঃ’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞাবলাৎ। তথা চ কথং বেদস্য অনিত্যত্বম্ ইতি চেৎ, ন। ‘উৎপন্ন গকারঃ নষ্টোগকারঃ’ ইত্যাদি প্রতীত্যা বর্ণনাম্ অনিত্যত্বাৎ, ‘সোহয়ং গকারঃ’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ ‘সেয়ং দ্বীপ-জ্বালা’ ইতিবদ্ জাতি-অবলম্বনত্বাৎ। বর্ণানাং নিত্যত্বেহপি আনুপূর্বীবিশিষ্ট বাক্যস্য অনিত্যত্বাৎ। তস্মাৎ ঈশ্বরোক্তো বেদঃ। মন্বাদি-স্মৃতিনাং আচারাণাং চ বেদ-মূলকতয়া প্রামাণ্যম্। স্মৃতিমূল-বাক্যানাম্ ইদানীম্ অনধ্যয়নাৎ তন্মূলভূতা কাচিৎ শাখা উচ্ছিন্ন ইতি কল্পতে। ননু পাঠ্যমান বেদবাক্যোৎসাদস্য কল্পয়িতুম্ অবশ্যকতয়া বিপ্রকীর্ণবাদস্য অযুক্তত্বাৎ ইতি নিত্য অনুমেয়ে বেদঃ মূলম্ ইতি চেৎ ন। তথাপি বর্ণানুপূর্বী-জ্ঞানাভাবেন বোধকত্বা সম্ভবাৎ।

ননু 'এতানি পদানি স্মরিতার্থ সংসর্গবন্তি আকাঙ্খাদিমৎ পদকদম্বকত্বাৎ, 'গামানয় দণ্ডেন' ইতি মদ্‌বাক্যবৎ 'ইতি অনুমানাদেবসংসর্গজ্ঞান-সম্ভবাৎ শব্দো ন প্রমাণান্তরম্ ইতি চেৎ, ন। অনুমিতি অপেক্ষয়া শাব্দজ্ঞানস্য বিলক্ষণস্য 'শব্দাৎ প্রত্যেমি' ইতি অনুব্যবসায়-সাক্ষিকস্য সর্বসম্মতত্বাৎ।

অন্নংভট্টের মতে, পরস্পর আকাঙ্খাদিযুক্ত শব্দসমষ্টিই বাক্য। এই বাক্য বৈদিক ও লৌকিক বাক্যভেদে দু-প্রকার। বেদ-বাক্যই বৈদিক বাক্য, আর অন্যান্য বাক্য লৌকিকবাক্য। ঈশ্বর কর্তৃক উক্ত হওয়ায় বেদবাক্য মাত্রই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য, কারণ ঈশ্বর ভ্রম, প্রমাদ ইত্যাদি দোষ থেকে মুক্ত হওয়ায় তিনি 'আপ্ত' পুরুষ। আপ্ত পুরুষের বাক্যই শব্দ প্রমাণ।

যিনি যথার্থ বক্তা তাঁকেই ‘আপ্ত’ বলা হয়। যিনি বক্তব্য বিষয়ে যথার্থ অর্থ জানেন এবং সত্য প্রকাশের ইচ্ছা বশত সেই জ্ঞানানুরূপ বাক্য বলেন তিনিই ‘আপ্ত’ এবং এমন পুরুষের বাক্যই শব্দ প্রমাণ। বাক্যের অর্থলাভ ও অর্থ- প্রকাশের বিষয়ে আপ্তব্যক্তিকে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা বা প্রবঞ্চনাশূন্য ও করণাপাটপ বা ইন্দ্রিয় ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। ভ্রান্ত, প্রমত্ত বা উন্মত্ত ও প্রবঞ্চকের বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য নয়। বৈদিক বাক্য মাত্রই প্রমাণ, যেহেতু বেদবাক্যমাত্রই ঈশ্বরের বাক্য এবং ঈশ্বর সকল দোষরহিত হওয়ায় ঈশ্বরের বাক্যও সর্বদোষরহিত, অর্থাৎ প্রমাণ। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণও সর্বদোষরহিত হওয়ায় তাঁদের বাক্যও বেদবাক্যের মতো প্রমাণরূপে গ্রাহ্য।

ঈশ্বরোক্ত বেদবাক্য ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিবাক্য ভিন্ন অপরাপর বাক্য সকল লৌকিক বাক্য। লৌকিক বাক্য আবার দু-প্রকার। আপ্ত-লৌকিক বাক্য ও অনাপ্ত-লৌকিক বাক্য। আপ্ত লৌকিক বাক্য প্রমাণ। অনাপ্ত লৌকিক বাক্য অপ্রমাণ। বাক্যার্থের যথার্থ জ্ঞানবান অর্থাৎ আপ্ত কর্তৃক উক্ত হলে লৌকিক বাক্য প্রমাণ, অন্যথায় অপ্রমাণ। অর্থাৎ লৌকিক বাক্যের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তির বাক্যই প্রমাণ। যেমন চাষবাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ কৃষকের বাক্য, বিচারের ক্ষেত্রে সত্যভাষী সাক্ষীর বাক্য, অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞানীর বাক্য, অতীত ঘটনা সম্পর্কে ইতিহাসবিদের বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য।

প্রকৃত কথা হল ন্যায়মতে, বৈদিক বাক্য মাত্রই প্রমাণ, যেহেতু সেই সকল বাক্য ঈশ্বর কথিত। লৌকিক বাক্য মাত্রই প্রমাণ নয়। যে সকল লৌকিক বাক্য আপ্ত ব্যক্তি উক্ত বা কথিত, কেবল সেই সকল বাক্যই প্রমাণ।

বেদ পৌরুষেয় ন বা

পূর্ব মীমাংসা মতবাদ অনুসারে বেদ অনাদি, নিত্য ও অপৌরুষেয়। অল্পজ্ঞ মানুষের পক্ষে বেদ রচনা করা সম্ভব নয়। তাই কেউ বেদ রচনা করেননি। আবার ঈশ্বরও অসিদ্ধ। কারণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে ঈশ্বর এক প্রতীকী ধারণা মাত্র। বেদবিহিত যজ্ঞই এখানে মুখ্য, ঈশ্বর গৌণ। বৈদিক মন্ত্রের অতিরিক্তরূপে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। কাজে কাজেই বেদ ঈশ্বর কর্তৃক রচিত নয়। বেদ অনাদি, নিত্য এবং অপৌরুষেয়।

কিন্তু ন্যায় মতে, কোন মানুষ বেদের রচয়িতা নয় ঠিকই, কিন্তু বেদ ঈশ্বর কর্তৃক রচিত এবং এই অর্থে বেদ পৌরুষেয়। কিন্তু বেদের পৌরুষেয়ত্ববাদের বিরুদ্ধে মীমাংসকগণ আরও বলেন, বেদ অনাদি এবং অবিনাশী। যেহেতু বেদ অনাদিকাল থেকে গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রবহমান, সেহেতু বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। যা অনাদি ও নিত্য তা কোন পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট হতে পারে না। সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্ট বিষয়ের অভাব থাকে। বেদ যদি ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়, তাহলে আমাদের মানতে হবে যে, সৃষ্টির পূর্বে বেদ ছিল না। কিন্তু বেদ যেহেতু অনাদি অর্থাৎ বেদের আদি বা উৎপত্তিক্ষণ নেই, সেহেতু এমন বলা চলে না যে, বেদকে ঈশ্বর কোন এক কালে সৃষ্টি করেছেন।

মীমাংসকদের উক্ত অভিযোগের উত্তরে অন্নংভট্ট ন্যায়মত অনুসরণ করে তর্ক দীপিকাতে বলেছেন, বেদ যে পৌরুষেয় তার প্রমাণ অনুমান। অনুমানের আকারটি হল ঃ 'বেদঃ পৌরুষেয় বাক্যসমূহত্বাৎ, ভারতাদিবৎ' অর্থাৎ

বেদ পৌরুষেয়

যেহেতু ইহা বাক্যসমূহ।

যা বাক্যসমূহ, তা পৌরুষেয়। যেমন মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ।

এই প্রকার অনুমানের দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হয়। মহাভারত বাক্যসমূহ হওয়ায় তা অবশ্যই কোন পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট হবে এবং মহাভারত যদি বাক্যসমূহ হওয়ায় পুরুষ-সৃষ্ট হয়, তাহলে বেদও বাক্যসমূহ হওয়ায় তা অবশ্যই পুরুষ-সৃষ্ট হবে। এপ্রকার অনুমানের মাধ্যমে নৈয়ায়িকদের সিদ্ধান্ত হল, বেদ প্রামাণ্য হলেও তা মূলত পৌরুষেয় এবং সাদি।

কিন্তু নৈয়ায়িকদের উক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে মীমাংসকগণ আপত্তি করে বলতে পারেন যে, এই অনুমানের হেতুতে ‘স্মর্যমানকর্তৃত্ব’ উপাধি। ‘স্মর্যমানকর্তৃত্ব’ শব্দের অর্থ হল, যে বাক্যের কর্তা স্মরণের বিষয় হয়, যাকে গুরুশিষ্য পরম্পরা জানা যায়। যা সাধ্যের ব্যাপক কিন্তু হেতুর অব্যাপক তাকে উপাধি বলে। অনুমানটির সাধ্য পৌরুষেয়ত্ব, আর হেতু হল বাক্যসমূহত্ব। অনুমানটিতে উপাধি ‘স্মর্যমানকর্তৃত্ব’ সাধ্য ‘পৌরুষেয়ত্বের’ ব্যাপক কিন্তু হেতু ‘বাক্যসমূহত্বের’ অব্যাপক। কারণ, যেখানে যেখানে সাধ্য ‘পৌরুষেয়ত্ব’ থাকে, সেখানে সেখানে উপাধি ‘স্মর্যমানকর্তৃত্ব’ থাকে এমন বলা চলে। রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ বাক্যসমূহ হওয়ায় তা পৌরুষেয় এবং প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করে আমরা ঐসব গ্রন্থের রচয়িতাকে স্মরণ করতে পারি। আমরা স্মরণ করতে পারি যে, রামায়ণের রচয়িতা বাল্মিকী এবং মহাভারতে রচয়িতা বেদব্যাস।

কিন্তু এমন বলা চলে না যে, যেখানে যেখানে হেতু ‘বাক্য-সমূহত্ব’ থাকে সেখানে সেখানে উপাধি ‘স্মর্যমানকর্তৃত্ব’ থাকে। কারণ বেদে বাক্যসমূহত্ব থাকলেও অর্থাৎ বেদ বাক্যসমূহ হলেও বেদের রচয়িতাকে আমরা প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করেও জানতে পারি না এবং তাই বেদের কর্তাকে আমরা স্মরণ করতে পারি না। এভাবে হেতুর অব্যাপক হওয়াতে ‘স্মর্যমানকর্তৃত্ব’ উপাধি হয়ে যায়। ফলে উক্ত অনুমানটি দোষদুষ্ট। এরূপ দোষযুক্ত অনুমানের দ্বারা আর যাইহোক বেদের পৌরুষেয়ত্ব কখনো সিদ্ধ হতে পারে না। তাই বলতে হয় বেদ অনাদি, নিত্য ও অপৌরুষেয়।

এর উত্তরে ন্যায়মত অনুসরণ করে অন্নংভট্ট দীপিকা টীকাতে বলেন যে, ‘ন চ স্মর্যমানকর্তৃত্ব উপাধিঃ’ অর্থাৎ হেতু ‘বেদ’ বা ‘বেদবাক্য’ প্রসঙ্গে, ‘স্মর্যমানকর্তৃত্ব’কে উপাধি বলা চলে না। ‘স্মর্যমানকর্তৃত্ব’টি সাধ্য পৌরুষেয়ত্বের যেমন ব্যাপক, তেমনি হেতু ‘বাক্যসমূহত্বের’ও ব্যাপক। অর্থাৎ যেখানে যেখানে হেতু ‘বাক্যসমূহত্ব’ থাকে সেখানে সেখানে উপাধি ‘স্মর্যমানকর্তৃত্ব’ থাকে এমন বলার মধ্যে কোন দোষ নেই।

গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় বেদেও বেদবাক্যসমূহে সকর্তৃত্বের স্মরণ আছে এবং সেই কর্তা যে ঈশ্বর, এবিষয়েও পরম্পরাগতভাবে আমাদের স্মরণে আছে। কাজেই ন্যায়মতে উক্ত অনুমান প্রমাণের দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হয়। বেদের ঈশ্বরিক উৎপত্তি প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট দীপিকা টীকাতে আরও বলেন, ‘তস্মাৎ তপস্তেপানাৎ ত্রয়ঃ বেদা অজায়ন্ত’ - অনাদিকাল ধরে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এই নিশ্চিত ঐতিহ্য প্রবাহিত হয়ে চলেছে যে, ‘সেই চিন্ময় সত্তা (তেপান) থেকে তিনটি বেদ উৎপন্ন হয়েছে’। এই শ্রুতিবাক্যের ওপর নির্ভর করে মানতে হয় যে, বেদ অনিত্য এবং ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট অর্থাৎ পৌরুষেয়। আর এভাবে অন্নংভট্ট যেমন একদিকে মীমাংসক সম্মত বেদবাক্য সমূহের নিত্যত্ব খণ্ডন করেন, তেমনি অপরদিকে মীমাংসক সম্মত নিরীশ্বরবাদও খণ্ডন করেন।

নৈয়ায়িকদের উক্ত যুক্তির খণ্ডন কল্পে মীমাংসকগণ বলেন যে, বেদ যদি বাক্যাত্মক হয় তাহলে বেদকে ‘পৌরুষেয়’ বলা সঙ্গত হয় না। বাক্য বিশ্লেষণে পাওয়া যায় পদ, পদ বিশ্লেষণে পাওয়া যায় বর্ণ এবং বর্ণ হল নিত্য। মীমাংসকগণ বলেন, ‘স এবায়ং গকারঃ ইতি প্রত্যভিজ্ঞাবলাৎ’ অর্থাৎ ‘এই সেই গকার’ এমন প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে ‘গকারের’ নিত্যতা সিদ্ধ হয়। প্রকৃত কথা হল - দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ‘গ’ বর্ণটি উচ্চারণকালে উচ্চারণ কার্যটি ভিন্ন ভিন্ন হলেও উচ্চারিত বর্ণটি অভিন্নই থাকে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক ‘গ’ বর্ণটি উচ্চারিত হলেও বর্ণটি যে ভিন্ন হয় না, অভিন্নই থাকে - এটি প্রত্যভিজ্ঞার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। কাজেই মানতে হয় যে, ‘গ’ বর্ণটির উৎপত্তি নেই, তা নিত্য ও অনাদি। উচ্চারণের দ্বারা গ-কারের উৎপত্তি হয় না, অভিব্যক্তি হয় মাত্র। অপরাপর বর্ণ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। বর্ণগুলি যদি অনাদি ও নিত্য হয়, তাহলে বৈদিক বাক্যও অনাদি ও নিত্য হবে, কারণ বাক্যমাত্রই বর্ণসমূহের সমষ্টি মাত্র। অতএব মীমাংসকদের অভিমত হল, বেদ অনাদি ও নিত্য এবং তা ঈশ্বর বা অন্য কোন পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট নয়।

কিন্তু অন্নংভট্ট মীমাংসকদের উক্ত অভিমত অর্থাৎ ‘বর্ণমাত্রই অনাদি ও নিত্য’ এই উক্তির খণ্ডন করে বলেন, বর্ণ কখনই নিত্য হতে পারে না। আমাদের সাক্ষাৎ প্রতীতির মাধ্যমে এটাই অনুভূত হয় যে, গ-কার উৎপন্ন হয় এবং গ-কার বিনষ্ট হয় (উৎপন্ন গকারঃ নষ্টো গকারঃ) এমন প্রতীতিই আমাদের সবারই হয়ে থাকে। উচ্চারণ-ক্ষণে গ-কার উৎপন্ন হয়, উচ্চারণের বিরতি ঘটলে গ-কার বিনষ্ট হয় - এটি আমাদের সকলের অনুভবসিদ্ধ। বিভিন্ন-ক্ষণে গ-কার উচ্চারিত হলে ব্যক্তি-গ প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নই হয়, যদিও তাদের জাতিধর্ম অর্থাৎ গত্ব-ধর্ম অভিন্ন থাকে। কাজেই ব্যক্তরূপে গ-কার উৎপত্তি ও বিনাশশীল অর্থাৎ গ-কার অনিত্য। পূর্বাপররূপে গ-কার উচ্চারণে ‘সোহয়ং গ-কারঃ’ অর্থাৎ ‘এই (বর্তমানকালীন) সেই (পূর্বকালীন) গ-কার’, প্রকারে যে প্রত্যভিজ্ঞা হয় তা সাজাত্যকে অর্থাৎ গ-কারদ্বয়ের অভিন্নতা বা অভেদকে বিষয় করে হয় না।

অন্নংভট্ট তাঁর দীপিকা টীকা গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘সোহয়ং গকারঃ’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ ‘সেয়ং দীপজ্বালা’ ইতিবদ জ্যাত্যালম্বনত্বাৎ অর্থাৎ ‘এই সেই গ-কার’ এই প্রত্যভিজ্ঞাটি ‘সেই এই দীপজ্বালা’ প্রত্যভিজ্ঞার অনুরূপ সাজাত্যকে অবলম্বন করে হয়, ঐক্য-বোধ বা অভিন্নতা-বোধকে বিষয় করে হয় না। প্রদীপের শিখা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হলেও ‘সেহয়ং দীপজ্বালা’ অর্থাৎ ‘সেই এই দীপশিখা’ - এমন যে প্রত্যভিজ্ঞা হয় তা সাজাত্যকে অবলম্বন করেই হয়, ঐক্য বা অভিন্নতাকে বিষয় করে হয় না। সন্ধ্যাকাল থেকে প্রাতঃকাল অবধি দীপশিখা এক বা অভিন্ন হলে সলিতার ক্ষয় হতে পারে না এবং তৈল পদার্থেরও হ্রাসও হতে পারে না। তৈলের হ্রাস ও সলিতার ক্ষয় লক্ষ্য করে এমন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ভিন্নতর এক দীপশিখা (সেহয়ং দীপজ্বালা) এমন প্রত্যভিজ্ঞার মাধ্যমে যেমন দীপশিখার অভিন্নতার পরিবর্তে একজাতীয়ত্ব সিদ্ধ হয়, তেমনি ‘সোহয়ং গ-কারঃ’ এই প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা বর্ণসমূহের একত্বের পরিবর্তে একজাতীয়ত্ব সিদ্ধ হয়। কাজেই বর্ণ নিত্য নয়, অনিত্য - প্রতিক্ষণের দীপশিখার মতো উচ্চারণ-ভেদে প্রতিটি বর্ণের উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে।

অন্নংভট্ট ন্যায়মত অনুসরণ করে আরও বলেন যে, তর্কের খাতিরে যদি বর্ণের নিত্যত্ব স্বীকারও করা হয়, তাহলেও বেদকে, বৈদিক বাক্যকে অনিত্যরূপে গণ্য করতে হবে, অন্যথায় বাক্যান্তর্গত শব্দের ‘আনুপূর্বিকে’ ব্যাখ্যা করা যাবে না। বাক্য যদি নিত্য হয় তাহলে বাক্যের অন্তর্গত সব পদই একই সঙ্গে অবস্থান করবে এবং পদের আনুপূর্বীর অভাবে শাব্দবোধও সম্ভব হবে না। পদ-সমষ্টি বা শব্দ-সমষ্টিরূপে বাক্য অবশ্যই কতকগুলি বর্ণের সমষ্টি, যদিও বর্ণগুলি একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে - কোনটি আগে, কোনটি পরে এই আনুপূর্বী নিয়ম অনুসারে বর্ণগুলি বিন্যস্ত হয়। এই বর্ণ-ক্রম বা আনুপূর্বী কোন পুরুষের ইচ্ছাকে অবলম্বন করেই সম্ভব হতে পারে।

কাজেই মানতে হয় যে, বৈদিক বাক্যের অন্তর্গত বর্ণসমূহের ক্রম বা আনুপূর্বী কোন পুরুষের ইচ্ছাকে অবলম্বন করেই উৎপন্ন হয়। পুরুষের ইচ্ছাকৃত এপ্রকার সৃষ্টবাক্য কখনও মিথ্যা হতে পারে না, তা অবশ্যই অনিত্য হবে। বর্ণকে 'নিত্য' বলে স্বীকার করা গেলেও বর্ণসমূহের আনুপূর্বীর জন্য বৈদিক বাক্যকে অবশ্যই 'অনিত্য' বলতে হবে। এ প্রসঙ্গে দীপিকা টীকাতে অন্নংভট্ট বলেছেন, 'বর্ণানাং নিত্যত্বেহপি আনুপূর্বীবিশিষ্টবাক্যস্য অনিত্যত্বাৎ'।

কিন্তু মীমাংসকগণ পুনরায় আবার বেদের পৌরুষেয়ত্ব এবং প্রামাণ্য সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করা হয় যে বেদ সকল দোষ রহিত, অনাদি, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং ঈশ্বরের জ্ঞানও নিত্য, কাজেই বেদবাক্যের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য, তাহলেও ধর্মশাস্ত্রাচার্য মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির স্মৃতিশাস্ত্রকে প্রমাণরূপে গণ্য করা চলে না, কেননা মর্ত্য-মানুষ হওয়ায় তাঁদের জ্ঞান উৎপত্তি ও বিনাশশীলরূপে ক্ষণিক এবং তাদের জ্ঞান নির্দোষ না হতেও পারে। এমন ক্ষেত্রে, যদি কেউ তাঁদের আপ্তত্ব বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাহলে তাঁদের প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হতে পারে না।

মীমাংসকদের এপ্রকার সংশয় নিরসনের জন্য অন্নংভট্ট বলেন, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ ঈশ্বরের মতই আপ্ত এবং ফলত তাঁদের রচিত স্মৃতিবাক্যসমূহ আপ্তবাক্য এবং এজন্যই ঐসকল স্মৃতি শাস্ত্রও ঈশ্বর রচিত বেদের মত প্রমাণ। প্রসঙ্গত অন্নংভট্ট আরও বলেন যে, যদি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিকে আপ্তরূপে স্বীকার করা না হয় এবং তাঁদের রচিত স্মৃতিবাক্য সমূহকে আপ্তবাক্যরূপে গণ্য করা না হয়, তথাপি সেসকল বেদ-মূলক হওয়ায় প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হবে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ বেদ-বাক্য স্মরণ পূর্বক বেদ-নির্ভর স্মৃতিশাস্ত্র সমূহ রচনা করায় তাঁদের প্রণীত বেদ-মূলক স্মৃতিবাক্যও প্রমাণ।

তবে নৈয়ায়িকগণ এমন অভিমত পোষণ করেন যে, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ বেদ অধ্যয়ন ও বেদার্থ স্মরণ পূর্বক যে সকল স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করেন, গুরু-শিষ্য পরম্পরা অব্যাহত না থাকায় এবং বেদের কতিপয় শাখার অধ্যয়ন না হওয়ায়, সে সকল শাখার উচ্ছেদ ঘটেছে। তবে, সেই সকল বেদ-শাখা উচ্ছিন্ন বা বিলুপ্ত হলেও, স্মৃতি, ও আচারের দ্বারা সেসকল শাখা অনুমিত হয় এবং আরও অনুমিত হয় যে, ঐ সকল বিলুপ্ত বেদ-শাখার বাক্যসমূহই অধুনা পঠিত স্মৃতি-বাক্যের মূল। অন্নংভট্ট বলেন যে, এপ্রকার অনুমানের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাক্যসমষ্টিরূপে বেদ নিত্য নয়, অনিত্য। যা নিত্য, তার উচ্ছেদ সম্ভব নয়, অনিত্যেরই উচ্ছেদ ঘটে।

নৈয়ায়িকদের উক্ত অভিমতের বিরুদ্ধে মীমাংসকগণ বলেন, বেদ অনিত্য নয়, তা নিত্য - 'বেদের কয়েকটি শাখার উচ্ছেদ হয়েছে', নৈয়ায়িকদের এমন অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। বেদের উচ্ছেদ কল্পনাতীত। এমন কতকগুলি পরিবার আজও আছে যেখানে পুরুষানুক্রমে অবিচ্ছিন্নভাবে আদ্যন্তই বেদ পঠিত হয়ে চলেছে। এই সকল পরিবারে সমস্ত বেদ পুরুষানুক্রমে আদ্যন্ত অধীত হয়ে চলেছে এবং তা আদ্যন্তই আছে, কোন অংশই মূল বেদ হতে বিপ্রকীর্ণ বা বিচ্ছিন্ন হয়ে কালক্রমে লুপ্ত হয়নি। বেদ নিত্য ও অনুমেয় এবং এই নিত্য ও অনুমেয় বেদই সকল স্মৃতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের মূল।

অন্নংভট্ট পরিশেষে মীমাংসক অভিমতের বিরুদ্ধে বলেন, বেদকে কোনভাবেই নিত্য ও অনুমেয় বলা চলে না। কারণ বেদ নিত্য ও অনুমেয় হলে বেদবাক্যের আনুপূর্বী জ্ঞান হতে পারে না। শাব্দ-বাক্য মাত্র কতকগুলি বর্ণসমষ্টি নয়, তা হল, কোন পুরুষের ইচ্ছায় নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে অর্থাৎ 'আনুপূর্বী' অনুসারে বিন্যস্ত বর্ণসমষ্টি। এই বর্ণ ক্রম বা আনুপূর্বীর জ্ঞান না হলে কোন বাক্যই শাব্দ-বোধের কারণ হতে পারে না, এবং শাব্দ-বোধের কারণ না হলে কোন বাক্যকেই শব্দ প্রমাণরূপে গণ্য করা চলে না। বেদ শব্দ প্রমাণ এবং একথা মীমাংসকগণও স্বীকার করেন। মীমাংসকদের অনুসরণ করে বেদকে 'অনুমেয়' বললে শব্দকে আর স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গণ্য করা চলে না। কাজেই, শব্দকে প্রমাণরূপে গণ্য করতে হলে বেদকে 'নিত্য' বলা চলে না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ